আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৩

রমার পাঠশালা

শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

রমার পাঠশালা

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৩

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

RAMAR PATHSHALA : This book is based on legal awareness for the neoliterates on Right to Education Act 2009. This book is prepared by National Literacy Mission Authority and Department of Justice, Govt. of India, New Delhi. This book is translated and published by State Resource Centre Assam, 1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road, Ambari, Guwahati-781001 (Assam)

March 2016 (500)

মূল পুথি : রমা কী পাঠশালা

পুথি প্রস্তুতি কর্মশালায় অংশগ্রহণ কারীসকল : শ্রীস্বপন চন্দ্র পাল, শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, শ্রীরণবীর সরকার ও শ্রীমতী মানসী সাহা

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৬ (৫০০)

প্রকাশক : রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম, মাণ্ডবী এপার্টমেণ্টছ, জি এন বি রোড, আমবারী, গুয়াহাটী-৭৮১ ০০১

সম্পাদনা : অনুরাধা বরুয়া, প্রসন্ন কুমার কলিতা

মুদ্রক : শরাইঘাট অফছেট প্রেছ
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটী-২১

কৃতজ্ঞতা

সাক্ষর ভারত কর্মসূচি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল। দেশের ৪১০ টি জেলা, যেখানে মহিলা সাক্ষরতার হার খুবই কম সেই জেলাগুলোকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। সাক্ষর ভারত কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রামীণ এলাকার মহিলারা, তপশিলি জাতি / উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ। এই কর্মসূচিতে প্রাথমিক সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সমতুল্যতার কর্মসূচি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষার সংযোজন করা হয়েছে।

সাক্ষরতার সুবিধা ভোগীদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আন্তঃব্যক্তিক প্রচার অভিযান কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে যে বিষয়গুলি আছে তাদের মধ্যে আইনি সাক্ষরতা একটি অন্যতম বিষয়।

আইনি বিষয়ের তথ্য সহজভাবে জনগণকে জানানোর জন্য আইনি সাক্ষরতা বিষয়ক উপকরণ শৃঙ্খলা তৈরী করা হয়েছে। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয় ভারত সরকার এবং রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র অসম দ্বারা আয়োজিত কর্মশালায় রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র ত্রিপুরা ও অসমের লেখক-লেখিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ তথা জাতীয় সাক্ষরতা মিশন ও বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তার মাধ্যমে এই উপাদানগুলি তৈরী হয়েছে।

আইনি সাক্ষরতার উপাদানগুলি তৈরীতে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং এক্সেস টু জাষ্টিস (নর্থ ইষ্ট এণ্ড জম্মু কাশ্মীর) দলের দ্বারা কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এই উপাদানগুলির অনুমোদন দিয়েছে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষসকল সহায়ক সংস্থা / বিভাগগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। আশা করা হচ্ছে যে, এই উপাদানগুলির আইনি সাক্ষরতার বিষয়ে জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উপযোগী হবে।

জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রালয়
নতুন দিল্লি

আমাদের বক্তব্য

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম এই পুস্তিকাসমগ্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। গুয়াহাটীতে অনুষ্ঠিত লেখা প্রস্তুতি কর্মশালায় এই পুস্তিকাসমগ্রের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। অনুদিত পুস্তিকাটি অসম রাজ্যিক আইন সেবা প্রাধিকরণ দ্বারা অনুমোদিত। এই সুযোগে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা প্রতিজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হল। আশা করি পাঠক পুস্তিকাটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

সমীরণ ব্রহ্ম
সঞ্চালক
রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

ASSAM STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

1ST FLOOR, GAUHATI HIGH COURT, OLD BLOCK
GUWAHATI - 781001, ASSAM
PHONE : 0361 - 2516367, FAX : 0361 - 2601843

অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী
গুৱাহাটী - ৭৮১০০১

No. ASLSA-38/2014/71

Dated: Guwahati the 03rd May'2016

To
The Director,
State Resource Centre - Assam,
1- CD, Mandovi Apartments,
GNB Road, Ambari, Guwahati-781001
(Assam)

Sub: VETTING OF IEC MATERIALS ON LEGAL LITERACY COMPONENTS.

Ref.: Your letter no. SRC/170/97/654-56 dated 21.03.2016.

Dear Sir,

In inviting a reference to the subject as cited above, undersigned has the honor to state that the vetting of the IEC materials on legal literacy components in Bengali Language have been completed and are being returned herewith after minor modifications in sentence/word structuring and are shown in ink/pencil markings.

With best regards

Yours faithfully

Mridul K. Saikia

(Mridul Kr. Saikia)
Member Secretary i/c
Assam State Legal Services Authority

Encl:
As stated above.

057
3/5/16
SRC ASSAM

শিক্ষার অধিকার

শহরে উঁচু-উঁচু দালান বাড়ী নির্মাণের কাজ খুব দ্রুত গতিতে চলছিল। রমার বাবা-মা দালান বাড়ী নির্মাণের কাজ করতেন। সে তার মা-বাবার সাথে শহরে চলে এসেছিল। পেছনে ফেলে এসেছে ছোট্ট গ্রাম এবং তার বিদ্যালয়। রমা একটু একটু পড়তে জানত। ছোট ছোট কাহিনী পড়তে চেষ্টা করত। তার গ্রাম থেকে অনেক সাথীরাও শহরে চলে এসেছিল। বড়রা সবাই দালান তৈরীর হাজিরা কাজে ব্যস্ত ছিল। শিশুরা দলগত ভাবে খেলাধূলা করত। কিছুদিন খুব ভাল লাগল।

প্রায় ১০-১৫ দিন পর রমা তার মা'কে জিজ্ঞাসা করল - মা কত দিনের জন্য ছুটি? আমি কবে স্কুলে যাব?

মা বললেন — যখন বাড়ী তৈরীর কাজ শেষ হবে আমরা গ্রামে ফিরে যাব, তখন তুমি স্কুলে যাবে।

তারপর রমা তার খেলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পরের দিন যখন সকল শিশুরা খেলা করছিল তখন ওখানে এক

দিদি এলেন। তিনি সকল শিশুদের জিজ্ঞাসা করলেন - তোমরা কেন স্কুলে পড়তে যাও না?

শিশুরা বলল - আমাদের স্কুলতো দূরের গ্রামে। এখানেতো শুধু আমাদের ঘর।

দিদি হেসে বললেন - আচ্ছা, আমাকে তোমাদের ঘরে নেবে না?

শিশুরা বলল - কেন না! অবশ্যই নেব। দিদি শিশুদের সাথে তাদের বাড়িতে চললেন। দিদি শিশুদের সকলের

বাবা-মা'র কাছ থেকে তাদের খোঁজ খবর নিলেন। তিনি সকল শিশুদের বাবা-মা'কে বললেন শিশুদের নিকটবর্তী স্কুলে লেখাপড়ার জন্য পাঠাতে।

রমার মা বললেন - দিদি, রমা তো জিজ্ঞাসা করছিল কবে স্কুলে যাবে? কিন্তু এত বড় শহরে আমরা নতুন। এখানে কি ভাবে ভর্তি করাব?

দিদি বললেন যে, তিনি এখানকার নিকটবর্তী স্কুলের শিক্ষিকা। এখন ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব সরকারের।

এর জন্য "শিক্ষার আইন" তৈরী হয়েছে। এখন নিকটবর্তী স্কুলেই আপনার শিশুকে ভর্তি করাতে পারবেন।

রমার মা বললেন - আমাদের কাছে তো কোন কাগজ পত্র নেই।

দিদি বললেন — স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য কোন কাগজপত্র লাগবে না। এর জন্য না লাগবে কোন ফিস্, না লাগবে কোন খরচ। আপনারা কালকেই চলে আসুন।

এই শুনে রমা খুব খুশি হল ও হেসে বলল, বাঃ মা, স্কুল আমার সঙ্গে এখানেও চলে এসেছে।

অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯

ভারত সরকার ২০০৯ সালে এই অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার আইন তৈরী করেন। এই আইন অনুসারে সকল শিশুদের তাদের প্রাথমিক শিক্ষা অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই আইনে ৬ থেকে ১৪ বছরের সকল বালক-বালিকারা সমান অধিকার পাবেন।

প্রাথমিক শিক্ষার অর্থ - প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেখা। ৬-১৪ বছর বয়সের সকল বালক-বালিকাদের তাদের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে এই সুযোগ পাবার অধিকার রয়েছে। এই নিয়ম অনুসারে স্কুলের প্রতিটি কক্ষে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকে। এগুলি তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া অংশের ছোট বাচ্চাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। যা কিনা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির পর থেকে অষ্টম শ্রেণী পাস করা পর্যন্ত কোন ফিস্ বা খরচ দরকার হয় না। বই, খাতা এবং স্কুল ড্রেস বিনা পয়সায় দেওয়া হবে।

এই আইনে সুবিধা কোন কোন শিশুরা পেতে পারে

- এই আইনের সুবিধা ৬-১৪ বছরের সকল বালক-বালিকারা পাবে। বিশেষ করে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া অংশের ছোট বাচ্চারা।

- যদি ৬ বছরের অধিক বয়সের কোন শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি অথবা লেখা পড়া শেখেনি এমন শিশুদের তাদের বয়সের অনুপাতে উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি করানো হবে। তাকে এখানেই আগের ক্লাসের পাঠ শেখানো হবে।
- যদি ৬ বছরের অধিক কোন শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে তাকে ভর্তি করানো হবে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তার বয়স ১৪ বছরের বেশী হলে সে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার অধিকার পাবে।

জায়গা পরিবর্তনের ফলে অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তির সুবিধা

- যদি কোন কারণবশত শিশু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়, তাহলে ঐ শিশু নতুন জায়গায় নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। ভর্তি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকলেও ভর্তি করাতে হবে।

স্কুলের ব্যবস্থা

- শিক্ষার অধিকার আইন চালু করার জন্য স্কুল নির্মাণ করা সরকারের কর্তব্য।
- প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের জন্য ১ কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের জন্য ৩ কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- গরীব এবং দুর্বল শ্রেণীর বাচ্চাদের সাথে কোন রকম দুর্ব্যবহার বা পক্ষপাতমূলক আচরণ করা চলবে না।

স্থানীয় সরকারের কর্তব্য

- ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের সকল শিশুদের অবৈতনিক শিক্ষা দান।
- নিকটবর্তী অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন করা। প্রয়োজনে বিকলাঙ্গ বাচ্চাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করা।
- দুর্বল শ্রেণীর বাচ্চাদের উপর নজর দেওয়া। শ্রেণীতে পানীয় জল, মধ্যাহ্ন ভোজন এবং খেলাধূলার সরঞ্জামের যাতে অভাব না থাকে। এদের দিয়ে শৌচালয় পরিষ্কার করানো যাবে না।

- এলাকায় ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের তালিকা প্রকাশ এবং তাদের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা। এদের একটা নামের তালিকা নোটিশ বোর্ডে লাগাতে হবে।
- শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানোর পাশাপাশি তাদের প্রতিদিনের উপস্থিতি এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা শেষ না হওয়া অব্দি তাদের উপর নজর রাখা হবে।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ এবং শিক্ষণ সামগ্রীর যথাযথ ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

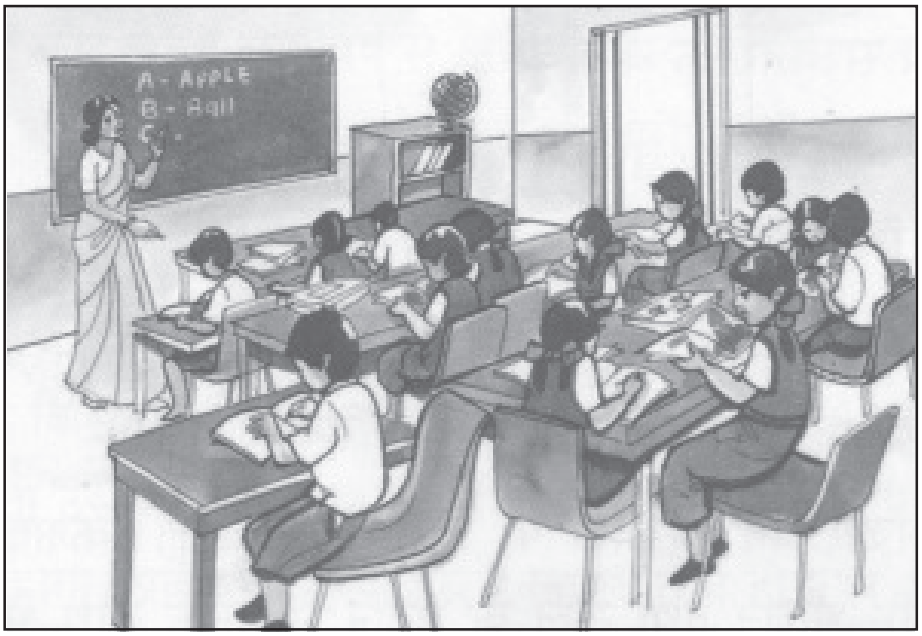

- বাইরে থেকে আসা পরিবারের শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করা।
- শিশুদের সুরক্ষা এবং বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ খতিয়ে দেখা ও সেগুলির সমাধান করা।
- দুর্বল শ্রেণীর শিশুদের সমান অধিকার প্রদান করা।

মাতা-পিতা এবং স্থানীয়দের কর্তব্য

প্রত্যেক মাতা-পিতা এবং স্থানীয়দের কর্তব্য হল তাঁরা তাঁদের শিশুদের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে অবশ্যই ভর্তি করাবেন।

স্কুল ম্যানেজম্যান্ট কমিটি

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য একটা সমিতি বানানো হয়েছে যা বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বা স্কুল ম্যানেজম্যান্ট কমিটি নামে পরিচিত। এই কমিটিতে কম পক্ষে তিন চতুর্থাংশ সদস্য মাতা-পিতা বা স্থানীয় অভিভাবক থাকবেন। এই কমিটিতে কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ মহিলা সদস্য থাকবেন।

স্কুল ম্যানেজম্যান্ট কমিটির দায়িত্ব

- বিদ্যালয়ের কাজ কর্ম ঠিকমত চলছে কি না, তা দেখাশুনা করা।
- বিদ্যালয়ের উন্নয়নে পরিকল্পনা তৈরী করা।
- বিদ্যালয়ের ফাণ্ড / তহবিলের টাকা সঠিক কাজে সঠিক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না তা দেখা।
- বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প

বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য স্কুল ম্যানেজম্যান্ট কমিটি প্রকল্প তৈরী করবেন। এই প্রকল্প তৈরীতে বিদ্যালয়ের সার্বিক দিক চিন্তা ভাবনা করতে হবে। কারণ এই প্রকল্পের উপর ভিত্তি করেই সরকারী অনুদান পাওয়া যাবে। যেমন পাঠ্যপুস্তক এবং পোষাক বিনামূল্যে বিতরণ করা যেতে পারে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হতে পারে। কমিটি সময়-সময় সরকারকে হিসাব দেবেন। বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা এবং কোন অভিযোগ থাকলে তাও জানাবেন।

- যদি কোন বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি-ফি রাখা হয় তবে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। ভর্তির সময় বাচ্চাদের অথবা অভিভাবকদের কোন পরীক্ষা নেওয়া চলবে না। এই সবের জন্য কমপক্ষে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
- কোন শিশুর জন্মের প্রমাণপত্র না থাকলেও তাকে স্কুলে ভর্তি করাতে হবে।
- শিশুদের কোন শ্রেণীতে ফেল করানো যাবে না, প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষ না করা পর্যন্ত তাকে স্কুল থেকে বের করা যাবে না।
- বিদ্যালয়ে কোন বাচ্চাদের শারীরিক অথবা মানসিক আঘাত করা যাবে না।
- যদি কোন শিশুর ভর্তির সময় শেষ হবার পর ও যদি ভর্তি হতে চায় তখনও তাকে ভর্তি হতে না করা যাবে না।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের দায়িত্ব

- ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- যদি কোন বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তির জন্য কোন ফিস্

বা খরচ নেওয়া হয়, তবে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধের জন্য জরিমানার পরিমাণ গৃহীত ফিস্ বা খরচের দশ গুণ পর্যন্ত হতে পারে।

- কোন শিশুদের জন্মের কাগজ পত্র না থাকলে বা কোন কারণে না দেখাতে পারলে তাকে স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য বারণ করা যাবে না।
- প্রাথমিক শিক্ষা চলাকালীন কোন শিশুকে ফেল করানো যাবে না এবং প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া যাবে না।
- স্কুলে কোন শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক ভাবে আঘাত করা যাবে না।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্বে শিক্ষা ব্যবস্থা

তিন থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর আগে পূর্ব প্রস্তুতি বা শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের।

শিক্ষকদের কর্তব্য

- বিদ্যালয়ের নিয়ম পালন করা। যেমন - সময় মত বিদ্যালয়ে আসা।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা।
- শিশুদের অতিরিক্ত পড়া চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। ওদের ক্ষমতা অনুসারে পড়াতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাদের আবশ্যকীয় অতিরিক্ত কিছু শিক্ষা দেওয়া।
- বাবা-মা এবং স্থানীয় অভিভাবকদের সাথে শিশুদের উন্নতির স্বার্থে নিয়মিত কথা বলা।
- কোন শিক্ষক প্রাইভেট টিউশান করতে পারবেন না।

শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে বিদ্যালয়ে কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে

১। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত

ছাত্রের সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা
৬০ পর্যন্ত	২ জন
৬১ - ৯০ পর্যন্ত	৩ জন
৯১ - ১২০ পর্যন্ত	৪ জন
১২১ - ২০০ পর্যন্ত	৫ জন
১৫০ জনের বেশি হলে	৫ + ১ হেড মাস্টার
২০০ জনের বেশি হলে	ছাত্র শিক্ষকের অনুপাত ৪০ এর বেশি হওয়া যাবে না। (প্রধান শিক্ষক ছাড়া)

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য

প্রত্যেক শ্রেণীতে কমপক্ষে এক জন শিক্ষক এবং বিষয় শিক্ষক হবে নিম্নরূপ -

- ♦ বিজ্ঞান এবং গণিত
- ♦ সমাজবিদ্যা
- ♦ ভাষা

- ■ প্রত্যেক ৩৫ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক হবে।
- ■ যদি ১০০ থেকে বেশী ছাত্র সংখ্যা হয় তবে -
  - * একজন পূর্ণকালীন প্রধান শিক্ষক
  - * একজন অংশকালীন শিক্ষক
  - * কলা শিক্ষক
  - * শরীর শিক্ষা শিক্ষক
  - * কর্ম শিক্ষা শিক্ষক

২) বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষকদের জন্য কমপক্ষে একটি করে কক্ষ এবং একটি কমনরুম থাকা দরকার।

☞ বালক-বালিকাদের জন্য আলাদা-আলাদা শৌচালয় থাকা প্রয়োজন।

☞ খেলার জন্য মাঠ থাকা দরকার।

☞ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।

☞ শিশুদের মিড্ ডে মিলের জন্য আলাদা ঘর এবং তাদের বসে খাওয়ার সুব্যবস্থা।

☞ বিদ্যালয়ের চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘিরে সুরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করা যাতে কোন শিশু দৌড়ে বেরিয়ে যেতে না পারে।

☞ বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়েরা লেখাপড়া শেখান। সুতরাং তাঁদের অন্য কোন কাজে ব্যস্ত রাখা যাবে না।

৩) **বিদ্যালয় কতদিন খোলা থাকবে এবং কত ঘণ্টা ক্লাস হবে তা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে এবং তা হবে নিম্নরূপ :**

☞ ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০০ দিন এবং ৮০০ ঘন্টা।

☞ ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ২২০ দিন এবং ১০০০ ঘন্টা।

৪) প্রত্যেক শ্রেণীতে পঠন-পাঠন সামগ্রী দেওয়া হবে, যেমনটা শিশুদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়ে থাকে।

৫) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকবে যাতে খবরের কাগজ, পত্রিকা, গল্প এবং বিভিন্ন ধরণের বই থাকবে।

৬) প্রত্যেক শ্রেণীতে খেলাধূলার সামগ্রীও দেওয়া হবে।

শিশুদের পড়াশুনা এবং তার মূল্যায়ন

- শিশুদের পড়াশুনার উপর ভাল করে নজর রাখতে হবে যাতে তাঁদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে।
- শিশুরা তাদের নিজ নিজ মাতৃ ভাষায় পড়াশুনা করবে।
- শিশুদের শিখতে-বুঝতে সহজ হবে।
- শিশুদের শিক্ষার মূল্যায়ন সাথে-সাথেই হবে।
- অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের কোন বোর্ড দ্বারা পরীক্ষা নেওয়া হবে না।
- প্রত্যেক শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা (১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত) শেষ করার পর তাদের একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

অভিযোগ থাকলে কোথায় জানাতে হবে

'রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন'ই শিক্ষার অধিকার সম্পর্কীয় কোন অভিযোগ থাকলে তা খতিয়ে দেখেন। কোন ব্যক্তির তার শিশুর অধিকার সম্বন্ধে কোন ধরণের অভিযোগ থাকলে স্থানীয় অফিসারকে জানাতে পারেন।

দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার খুব তাড়াতাড়ি এর ব্যবস্থা করবেন। যদি ঐ ব্যক্তি স্থানীয় অফিসারের রায়ে সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি 'রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন' এর কাছে আবেদন জানাতে পারেন।

যদি কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ এই আইন বা আইনের কোন ধারা অমান্য করেন তাহলে ঐ স্কুলের বৈধতা বাতিল করে দিতে পারেন।

প্রকাশিত বইগুলি

১। চোখ খোলে গেল (ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য)

২। নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন (তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫)

৩। রমার পাঠশালা (শিক্ষার অধিকার অধিনিয়ম ২০০৯)

৪। গরিমার প্রশ্ন (যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আইন ২০১৩)

৫। যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ (পণ বিরোধী আইন ১৯৬১)

৬। আশার আলো
(পারিবারিক সহিংসতার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫)

৭। এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে (খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩)

৮। অত্যাচারের শেষে (উপজাতি - জাতি অত্যাচার নিবারণ নিয়ম ১৯৮৯)

৯। রমেশ ন্যায় পেয়েছে (বিনামূল্যে আইনি সহায়তা)

১০। আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য
(বন অধিকারের মান্যতা আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮)

১১। ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

Saakshar Bharat

STATE RESOURCE CENTRE ASSAM
1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road
Ambari, Guwahati-781001
E-mail-srcassam@hotmail.com
Website : www.srcguwahati.in